প্রাক্‌কথন

বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে যান্মানিক বাংলা নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশুনার সুবাদে এবং জেলা গ্রন্থাগারে মন্মথ রায়ের রচনাবলী পড়ার সুবাদে স্বাভাবিকভাবে জেলার নাটক সম্পর্কে একটি কৌতূহল ও জানার প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাই স্নাতক স্তরে পড়াশুনার সময় থেকেই নাটকের প্রতি আমার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। এবং অন্তরে একটি অনুসন্ধিৎসু স্পৃহা জেগেছিল তা হল এই যে, এই জেলার মাটি নাটকের মাটি। সমগ্র উত্তরবঙ্গসহ বৃহত্তর বঙ্গে বালুরঘাট 'নাটকের শহর' বলে পরিচিত। জন্মসূত্রে আমি অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা, এই জেলার মাটি, মানুষ, মাঠ-ঘাট, নদী এর অধিকাংশই আমার চেনা এবং জানা। নিবিড়ভাবে এই জেলার মানুষের সঙ্গে মিশবার ও জানবার চেষ্টা করেছি কীভাবে নাট্যচর্চার ধারা প্রবাহিত হয়েছে, যা আমাকে প্রবল আকর্ষণ করেছিল। এই সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা আজও পর্যন্ত অনালোচিত থেকে গেছে। ইতি পূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে অতি সংক্ষেপে বিচ্ছিন্ন ভাবে। সে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে এবং বলিষ্ঠভাবে তেমন কোনো কাজ হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে উত্তরবঙ্গের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে অপরাপর বিভিন্ন দিকের মতো দিনাজপুরের নাট্যজগতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবহেলিত ও উপেক্ষিত। বাংলা নাটকের উপর যত ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা মূলত রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রিক, সেই গ্রন্থগুলিতে অপরাপর জেলাগুলির মতো দিনাজপুরের নাট্যজগতের পরিচিতির বিবরণ দূরে থাকুক, কোনো উল্লেখও পাওয়া যায় না। এমনকি এই জেলায় একাধিক নাট্যকার আছেন যাঁদের কথা আমরা প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে পাইনা এবং নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসগুলিতে এই জেলাদ্বয়ের কোনো উল্লেখ নেই।

জেলার নাট্যচর্চার প্রতি অনুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা আরোতর হয়ে ওঠে স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আলোচনার সুবাদে মন্মথ রায়ের উপর গবেষণার কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করি তখন তিনি আন্তরিকভাবে আমাকে জেলার নাট্যচর্চার উপর কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিলেন। আমার অন্তর্জগতে সুপ্তাকারে জেলার নাট্যচর্চার প্রতি কাজ করার বাসনা জাগ্রত হয়। তাই আমি তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে 'উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা: একটি অনুসন্ধান.' এই শিরোনামে গবেষণার কাজ শুরু করি। এবং এই গবেষণা কাজের সময় সীমা নির্ধারিত হয় ১৯০৯-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আমি এই গবেষণা কর্মে যুক্ত হয়ে জেলার নাট্যচর্চার নানা দিক সম্বন্ধে জানার পরিধি বাড়তে লাগল। তখন আমি স্বাভাবিকভাবে সমগ্র জেলা জুড়ে পর্যবেক্ষণ ও

ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক তথ্য আগ্রহ ভরে সংগ্রহ করা শুরু করি। আবার কখনো ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রতিকূলতা মধ্যে পড়ে গবেষণা কাজের গতি শ্লথ হয়ে যায়। তখন দেখেছি আমার তত্ত্বাবধায়ক কাজের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ক্রমাগত উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং আমার এই গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে তাঁর সাহচর্যে। তিনি এই গবেষণা কাজের বিষয়ে বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতাকে জয় করে কিভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় সেই বিষয়ে যথার্থ পথনির্দেশ দিয়েছেন। তাই সর্বদা তাঁকে পাশে পাওয়ার জন্য বিনম্র চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের সাহায্য ও পরামর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে সেহেতু তাদের কৃতজ্ঞ চিত্রে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এবং বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দের বিনম্র চিত্তে প্রণাম জানাই।

এই মহৎ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি বালুরঘাটের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা 'ত্রিতীর্থ'-এর কর্ণধার তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বনামধন্য ও খ্যাতনামা নট-নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। এই সংস্থার বিশিষ্ট ও অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব কমল দাস মহাশয়ের সংস্পর্শে এই জেলার নাট্যসংস্থা, নাট্যব্যক্তিত্ব এবং জেলার নাট্যচর্চা কখন কোন অভিমুখে এগিয়েছে এইরূপ নানা বিষয়ে অবগত করার জন্য তাঁদের ঋণও স্বীকার করি এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম জানাই। এবং সেই সঙ্গে উত্তরদিনাজপুর জেলার অন্যতম নাট্যসংস্থা 'ছন্দম'-এর প্রতিষ্ঠা লগ্নের সদস্য তথা নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা সুধাংশু দে এবং নট-নাট্যকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জেলার নাট্যচর্চার বিষয়ে অনেক তথ্য জানার জন্য যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে জেলার বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে গিয়ে কখনও অনুকূলপরিবেশ আবার কখনও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে। পরিশেষে তথ্য সম্পূর্ণ রূপে জানার ও পাওয়া পর আনন্দে ভরে উঠেছি।

এই কাজে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমার স্বর্গীয় পিতা ননীগোপাল বর্মন এবং মাতা শান্তিলতা বর্মন, তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সেই সঙ্গে প্রণাম জানাই অগ্রজ প্রতিম বড়দা ড. নিত্যগোপাল বর্মনকে, যিনি সবসময় পাশে থেকেছেন এবং প্রুফ সংশোধনের কাজে ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি পরিবারের অন্যান্যদের সকলকেই, যারা এই কাজে ভীষণভাবে আত্মত্যাগ করে প্রতিমুহূর্তে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ভ্রাতৃসম ধীরাজ মণ্ডলকে, গবেণা কর্মের প্রুফ দেখাসহ বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার সুবাদে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, উত্তর দিনাজপুর জেলার মহকুমা গ্রন্থাগার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই, জেলা সম্বন্ধীয় বিশেষ পত্রপত্রিকা পেয়েছি, সেইজন্য

উক্ত লাইব্রেরীর কর্মীদের জানাই ধন্যবাদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী থেকে বিশেষ করে দিনাজপুর পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য কিছু কপি পেয়ে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই স্নেহের অনুজ সুজিৎ রায়কে, যে ভীষণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমার গবেষণাপত্রটি মুদ্রণ কাজে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। ধন্যবাদ জানাই গবেষণা পত্রটি বাঁধাইয়ে কর্মীবৃন্দকে।

এই গবেষণা কাজের শেষপর্বে এসে আমি উপলব্ধি করেছি জেলার মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চাও একটি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট। এবং এখান থেকেই জানাটা যেন শুরু। আরও অনেক জানার রয়েছে। তাই মনে হয়েছে অনেক কিছু বলার বাকি থেকে গেল এবং ভবিষ্যতে সেই জানার স্পৃহা থেকে গেল জন্য পরবর্তী গবেষকদের সঙ্গে একাত্মচিত্তে এগিয়ে চলার শপথ গ্রহণ করছি।

বিপ্লব কুমার বর্মন

৬.১১.২০১৭

বিপ্লব কুমার বর্মন